19 MAY 2017

ম্যাটস শিক্ষার্থী পুলিশ সংঘর্ষে শাহবাগ রণক্ষেত্র

যুগান্তর রিপোর্ট

ডিপ্লোমা মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুলের (ম্যাটস) শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের দফায় দফায় সংঘর্ষ এবং ভাংচুরের ঘটনায় উত্তাল হয়ে ওঠে রাজধানীর শাহবাগ এলাকা। বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে চার দফা দাবিতে ম্যাটস শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় পুলিশ লাঠিচার্জ, টিয়ারশেল ও জলকামান থেকে রঙিন গরম পনি নিক্ষেপ করে। শিক্ষার্থীরা ঢিল ছুড়ে জবাব দেন। ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা একপর্যায়ে শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করেন। বিকাল ৫টা পর্যন্ত অবরোধ শেষে তারা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে চলে যায়। রাতভর গণঅবস্থান শেষে আজ সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গিয়ে স্মারকলিপি দেয়ার কথা তাদের। এ সময় ওই এলাকায় তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। ম্যাটসের আওতায় সরকারি ৮টি ও দুই শতাধিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি শেষ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দিকে রওনা দেন শিক্ষার্থীরা। শাহবাগের জাদুঘরের সামনে এলে পুলিশ তাদের বাধা দিলে সংঘর্ষ বাধে। শিক্ষার্থীদের দাবি, সংঘর্ষে তাদের অন্তত এক নারীসহ ৫০ জন আহত হয়েছেন। পুলিশ অর্ধ শতাধিক শিক্ষার্থীকে আটক করেছে। এ সময় কয়েকটি বাস, মাইক্রোবাস ও ট্যাক্সি ক্যাব ভাংচুর করেন শিক্ষার্থীরা।

উচ্চশিক্ষাসহ চার দফা দাবিতে ম্যাটস শিক্ষার্থীরা বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমা মেডিকেল স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের ব্যানারে ২৬ এপ্রিল থেকে আন্দোলন করে আসছেন। তাদের দাবিগুলো হল— উচ্চশিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা, মেডিকেল এডুকেশন বোর্ড অব বাংলাদেশ নামে আলাদা বোর্ড গঠন, সরকারি-বেসরকারি কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোয় ডিপ্লোমা চিকিৎসকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও শিক্ষানবিশকালীন চিকিৎসকদের ভাতা প্রদান।

এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমা মেডিকেল স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুরাদ হোসেন লেমন যুগান্তরকে বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়সহ সরকারের বিভিন্ন দফতরে আমরা স্মারকলিপি দিয়েছি। সবাই আমাদের

■ পৃষ্ঠা ১৮ : কলাম ৪

ম্যাটস শিক্ষার্থী-পুলিশ সংঘর্ষে শাহবাগ রণক্ষেত্র

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আশ্বাস দিয়েছে। কিন্তু দাবি পূরণ হয়নি। এ কারণে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্মারকলিপি দিতে চেয়েছিলাম। পুলিশ আমাদের দিকে গুলি ছুড়েছে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত রাজপথ না ছাড়ার ঘোষণা দেন তিনি।

পুলিশের রমনা বিভাগের ডিসি মারুফ হোসেন সরদার যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষার্থীরা সবাই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গিয়ে স্মারকলিপি দিতে চায়। এটা তো সম্ভব নয়। তাদের বোঝানো হয়েছে। তারা বুঝতে চায় না। পুলিশ বাধ্য হয়ে কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করা হয়েছে।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা বলছেন, ম্যাটস থেকে ডিপ্লোমা করার পর শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না। ম্যাটসে পড়া শেষে মেডিকেল কলেজগুলো থেকে ?উচ্চশিক্ষার সুযোগের কথা বলা হলেও এখনও তা কার্যকর হয়নি। তাছাড়া পেশাগত জায়গায় ম্যাটস শিক্ষার্থীরা যথাযথ সুযোগ পাচ্ছেন না। কমিউনিটি হাসপাতালগুলোয় অগ্রাধিকারভিত্তিতে তাদের সুযোগ দেয়ার কথা থাকলেও দেশের প্রায় ১৩ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকে তাদের চেয়ে কম যোগ্যদের সুযোগ দেয়া হচ্ছে।